62

আজকের কাগজ

1C

তারিখ 19 APR 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

খুলনা সরকারি বিএল কলেজে

ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ আহত ১০

গতকাল খুলনার দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজে শিক্ষক লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে একদল ছাত্র অধ্যক্ষের অফিস ভাঙচুর ও তছনছ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাস বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, গত ১৬ এপ্রিল শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল কর্মী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার জের ধরে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিলো।

গতকাল (রোববার) ঐ ঘটনার জের হিসেবে ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে সভা চলাকালীন ছাত্রশিবির একটি মিছিল সহকারে ঐ সভাস্থল দিয়ে যাওয়ার পথে ধাক্কাধাক্কি করে। এক পর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। উভয় দলই অসংখ্য বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। উভয় দলের ইটপাটকেল নিক্ষেপে কমপক্ষে ১০ জন ছাত্র আহত হয়। দু'দলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং শিবিরের কর্মীরা কলেজের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের এক সিদ্ধান্তে আগামী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত কলেজের সকল ক্লাস বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দু'দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। বাংলাদেশ ছাত্র লীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। দৌলতপুর থেকে মোঃ শহীদুল ইসলাম।